গীবতের ধ্বংসলীলা ৩য় অংশ

জাহান্নামের খোরাক

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

জাহান্নামের খোরাক

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا অর্থাৎ গীবত যেনা থেকে মারাত্মক। লোকেরা আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! গীবত যেনা থেকে কেন মারাত্মক? ইরশাদ করলেন: "পুরুষরা যেনা করে অতঃপর তাওবা করে, **আল্লাহ পাক** তাওবা কবুল করেন এবং গীবতকারীর মাগফিরাত হবে না, যতক্ষণ সে ক্ষমা করবে না, যার গীবত করেছে।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৫/৩০৬, হাদীস ৬৭৪১)** এবং হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনায় রয়েছে: "যেনাকারী তাওবা করে আর গীবতকারীর তাওবা নাই।"

(প্রাগুক্ত, হাদীস ৬৭৪২)

আমি মনে করেছি সম্ভবত তুমি গীবত করেছো

এক যুবক হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে এসে আরয করলো: আমার অনেক বড় গুনাহ হয়ে গেছে, লজ্জায় আপনার সামনে বর্ণনা করারও সাহস হচ্ছেনা। অতঃপর কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলো: আফসোস! আমি যেনা করেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আমি তো মনে করছি যে, সম্ভবত তুমি গীবতের গুনাহ করেছো!" **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১৭৩ পৃষ্ঠা)**

গীবত যেনা থেকে কখন মারাত্মক?

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! গীবত কি পরিমান ধ্বংসময়! তবে এটা মনে রাখবেন, যেই যেনায় বান্দার হক অন্তর্ভূক্ত নেই, শুধুমাত্র সেই যেনা থেকেই গীবত মারাত্মক। গীবতে হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার হক তখনই অন্তর্ভূক্ত হবে, যখন যার গীবত করলো সে জেনে গেলো যে, অমুক আমার

গীবত করেছে আর এখন গীবতকারীর জন্য তাওবার পাশাপাশি তার নিকট ক্ষমা চাওয়াও আবশ্যক, যার গীবত করেছে, অন্যথায় শুধু তাওবা যথেষ্ট ছিলো।

গীবত ইত্যাদির গুনাহ সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ব ফতোয়া

এবার গীবত ইত্যাদি গুনাহ সম্পর্কে **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২১তম খন্ডের ১৬২ থেকে ১৬৩ পৃষ্ঠায় একটি জ্ঞানগর্ব প্রশ্নোত্তর এবং ফতোয়া অবলোকন করুন:

প্রশ্ন: গীবত করা, মিথ্যা বলা, বিশেষ করে ঐ মিথ্যা যার দ্বারা **আল্লাহ**র সৃষ্টি জগতে ফিতনা হয়। দু'ইজন বন্ধুর মাঝে বা স্বামী স্ত্রীর মাঝে অথবা পিতা পুত্রের মাঝে কিংবা ভাই ভাইয়ের মাঝে সেই মিথ্যা দ্বারা মনমালিন্য হয়ে যায়, পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে ঘর ভাঙ্গার পর্যায়ে এসে যায় এবং মুসলমানদের দোষ অন্বেষণ করতে থাকা, কোন মুসলমান যদি গোপনে কোন গুনাহ করে তবে তার অনুসন্ধানে লেগে থাকা অথবা সন্ধান পাওয়াতে বা শুধুমাত্র নিজের সন্দেহ ও ধারণার বশে তা প্রকাশ করে দেওয়া, প্রসিদ্ধ করে দেওয়া কোন স্থরের গুনাহ এবং বর্ণিত গুনাহ সম্পাদনকারী ফসিক ও **আল্লাহ** ও **রাসূলে**র অভিশাপের অধিকারী হবে কি হবে না? আর এসব গুনাহ শরয়ীতে ফাসিক পর্যায়ে যেনা থেকে কম না বেশি নাকি সমান? উত্তর বিস্তারিত এবং দলিলের সহকারে প্রয়োজন। بَيِّنُوْا تُؤْجَرُوْا (অর্থাৎ বর্ণনা করুন এবং প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করুন)

উত্তর: এসব কবীরা গুনাহ এবং তা সম্পাদনকারী ফাসিক ও অভিশাপের উপযুক্ত। হাদীসে **পাকে** রয়েছে: اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا (অর্থাৎ) গীবত যেনা থেকে মারাত্মক। (আল মু'জামুল আউসাত, ৫/৬৪, হাদীস ৬৫৯) এবং প্রকাশ্য যে, মুমিনকে হত্যা করা গীবত থেকেও মারাত্মক। এবং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (২য় পারা, আল বাকারা, ১৯১) ফিতনা হত্যা থেকে মারাত্মক। আর এই সবগুলোতে বান্দার হক রয়েছে, তবে ঐ যেনা থেকে অবশ্যই মারাত্মক

যাতে বান্দার হক নষ্ট হয়নি কিন্তু ঐ মিথ্যা যা দ্বারা কারো ক্ষতি হয়নি যে, শরয়ী কারণ ব্যতিত অনর্থক হলো তবে গুনাহ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তা যেনার সমান বলা যাবে না, কেননা এটা ছগীরা গুনাহ, বারবার করার পর কবীরা হবে। وَاللهُ اَعْلَمُ

পিছা মেরা গীবত কি মুসিবত ছে ছুড়াদে
হার বাত সানবাল কর করো তৌফিক খোদা দেয়

যেনা ছোট গুনাহ নয়

হে আশিকানে রাসূল! এখানে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে যেনো যেনার প্রতি উৎসাহিত না করে যে, এটা তো সাধারণ গুনাহ। **আল্লাহ**র শপথ! কখনো এমন নয়, এ বিষয়টি সর্বদা মনে রাখবেন যে, কোন ছোট গুনাহও যদি কেউ ছোট মনে করে, তবে তা মারাত্মক কবীরা গুনাহে পরিনত হয় আর যেনা ছোট গুনাহও নয় বরং কবীরা গুনাহ, এর আযাব পড়ুন এবং কেঁপে উঠুন তাছাড়া যদি যেনার আযাব এত ভয়ংকর হয় তবে গীবতের আযাব কত যন্ত্রণাদায়ক হবে, তা কল্পনা করে নিজেকে ভীত করুন:

দু'টি সাপ টেনে টেনে খাবে

হযরত যায়্যিদুনা মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি চুরি বা মদ্যপান অথবা যেনায় লিপ্ত হয়ে মরবে, তার উপর দু'টি সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হবে যা তার মাংস টেনে টেলে খাবে। (শরহুস সুদুর, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের কফিন

বর্ণিত আছে: জাহান্নামে আগুনের কফিনে কতিপয় লোক বন্দী হবে, যখন তারা শান্তি চাইবে তখন তাদের জন্য কফিন খুলে দেওয়া হবে এবং যখন তার শিখা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাবে তখন তারা সবাই একত্র হয়ে প্রার্থনা করতে গিয়ে

বলবে: হে **আল্লাহ পাক**! এই কফিন ওয়ালাদের উপর অভিশাপ দাও। তারা ঐ লোক যারা মহিলাদের লজ্জাস্থানকে হারাম পদ্ধতিতে আয়ত্ব করতো।

(বাহরুদ্দুমু, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বঞ্চিত

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আঁসোয়ু কা দরীয়া"** এর ২২৯-২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: **আল্লাহ পাক** যখন জান্নাতকে সৃষ্টি করলেন তখন তাকে ইরশাদ করলেন: "কথা বলো।" তখন সে বললো: যে আমার মাঝে প্রবেশ করবে সে সৌভাগ্যবান। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! তোমার মাঝে আট প্রকারের লোক প্রবেশ করবে না: মদ্যপানে অভ্যস্ত, বারবার যেনাকারী, চোগল খোর, দাইয়ুস, (অত্যাচারী) সৈন্য, হিজড়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ঐ ব্যক্তি, যে **আল্লাহ**র শপথ করে বলে যে, অমুক কাজটি অবশ্যই করবো, অতঃপর সেই কাজ করে না। (ইতহাফুস সা'দাত লিয যাবিদী, ৯/৩৪৫)

এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর হযরত আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেনা বারবার করার দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বদা যেনা করতে থাকা নয়, অনুরূপভাবে মদপানে অব্যস্ত দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যে সর্বদা মদ পান করতে থাকে, বরং উদ্দেশ্য হলো যে, যখন সে মদ পায় তখন পান করে নেয় এবং **আল্লাহ পাকে**র ভয়ে মদ পান করা থেকে বিরত থাকে না। অনুরূপভাবে যখন সে যেনার সুযোগ পায় তখন (করে নেয়) তা থেকে বিরত থাকে না আর নিজের নফসকে এই মন্দ চাহিদা পূর্ণ করা থেকে বিরত রাখে না। (বাহরুদ্দুমু, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি অন্তরে কামভাবের বীজ বপন করে

হে আশিকানে রাসূল! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ অর্থাৎ চোখও

যেনা করে। (মুসনাদ ইমাম আহমদ, ২/৮৪, হাদীস ৩৯১) সুতরাং চোখের নিরাপত্তা রক্ষা করা জরুরী। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে বন্ধ করার সামর্থ রাখে না, সে নিজের লজ্জাস্থানকেও সংযত রাখতে পারবে না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১২৫)

চোখে গলিত সীসা

বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি কামভাব সহকারে কোন অচেনা মহিলার সৌন্দর্য দেখবে কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (হেদায়াহ, ২/৩৬৮)

চোখে আগুনে পুরে দেয়া হবে

মুকাশাফতুল কুলুবে রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুন পুরে দেয়া হবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

আগুনের শলাকা

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: মহিলাদের সৌন্দর্যকে দেখা ইবলিশের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্য হতে একটি তীর, যে ব্যক্তি নামুহরিম থেকে দৃষ্টিকে হিফাযত করলো না, কিয়ামতের দিন তার চোখে **আগুনের শলাকা** বুলিয়ে দেয়া হবে। (বাহরুদ্দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)

জাহান্নাম থেকে মুক্ত চোখসমূহ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আঁসোয়ু কা দরিয়া"** এর ২৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিকট অহী প্রেরণ করলেন: "হে মুসা! আমি তিন প্রকারের চোখকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিলাম, **একটি** হচ্ছে ঐ চোখ, যা **আল্লাহ**র পথে পাহারা দেয়, **দ্বিতীয়** ঐ চোখ, যা

আল্লাহ পাকের হারামকৃত জিনিস থেকে বিরত থাকে এবং **তৃতীয়** ঐ চোখ, যা আমার ভয়ে কান্না করে এবং অশ্রু ব্যতিত প্রত্যেক জিনিসের একটি প্রতিদান রয়েছে আর অশ্রুর প্রতিদান রহমত, মাগফিরাত এবং জান্নাতে প্রবেশ ব্যতিত আর কিছু নয়।" (বাহরুদ্দুমু, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

তুমি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে

এক ব্যক্তি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি শুধুমাত্র এক মাস রোযা রাখি, এ থেকে বৃদ্ধি করি না, আর শুধুমাত্র পাচঁ ওয়াক্ত নামায পড়ি, এ থেকে অতিরিক্ত পড়ি না এবং আমার সম্পদে যাকাত ফরয নয় এবং হজ্বও ফরয নয় আর নফল হজ্ব করি না, আমি মৃত্যুর পর কোথায় যাব? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন: তুমি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে, যদি তুমি তোমার অন্তরকে দু'টি জিনিস থেকে অর্থাৎ খেয়ানত ও হিংসা থেকে বাঁচাও এবং মুখকে দু'টি জিনিস থেকে অর্থাৎ গীবত এবং মিথ্যা থেকে আর দু'টি জিনিস থেকে চোখকে বাঁচাও অর্থাৎ যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা **আল্লাহ পাক** হারাম করে দিয়েছেন, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না এবং কোন মুসলমানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো না।

(কু'তুল কুলুব, ১/৪৩৩)

ইনফিরাদি কৌশিশের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাই! গীবত থেকে মুখ এবং কুদৃষ্টি থেকে চোখকে সংরক্ষনের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন, মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করুন اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতে তরী পাড় হয়ে যাবে, আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি **মাদানী বাহার** বর্ণনা করছি: সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই তার শহরের একটি প্রসিদ্ধ সুন্নী জামেয়ায় **দরসে নিজামীর** শিক্ষার্থী

ছিলো। আঠুক শহরের এক ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে তার মামার বাড়িতে আসতো এবং তার মামা সেই মাদরাসার পাশেই থাকতো, সেই ইসলামী অবস্থানকালে সেই মাদরাসায়ও আসতো এবং ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করে ইনফিরাদি কৌশিশ করতো, এই ইসলামী ভাইয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেলো, সে তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ সম্পর্কে বলতো, তার কথা শুনে শুনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো। তার দাওয়াতে **ফয়যানে মদীনা** সরদারাবাদে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন হলো, তার অংশগ্রহণ করার পূর্বেই ইজতিমায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ পাগড়ী শরীফের ফযীলত সম্পর্কে বয়ান করলো, যা শুনে সে এমনভাবে প্রভাবিত হলো যে, সাথে সাথে পাগড়ী কিনে তার মাথায় সাজিয়ে নিলো এবং স্টল থেকে ফয়যানে সুন্নাতও কিনে নিলো আর নিজের মসজিদে এর দরস শুরু করে দিলো। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সে পরিপূর্ণ ভাবে মাদানী পোষাক সাজিয়ে নিলো। ইজতিমায় নিজের সাথে অন্যান্য ছাত্রদেরও নিয়ে যেতো, প্রথমে সপ্তাহে ৩ জন ইসলামী ভাই ছিলো, দ্বিতীয় সপ্তাহে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১২জন হলো। তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায়ও সফর করলো এবং নিজের এলাকায় মাদানী কাজের সাড়া জাগানো শুরু করে দিলো। ১৯৯৪ সালে ফয়যানে মদীনা সরদারাবাদে মাদরাসাতুল মদীনার নাযিম হিসেবে সুন্নাতের খেদমত করার সুযোগ হলো। **আল্লাহ পাক** তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহোল — হে ফয়যানে গাউছ ও রযা মাদানী মাহোল
আগর সুন্নাতেঁ সিখনে কা হে জযবা — তুম আ'জাও দেয়গা সিখা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইনফিরাদি কৌশিশ সাওয়াব অর্জনের সহজ মাধ্যম

ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! কিভাবে একজন ছাত্র কোন এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফারাদী কৌশিশে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিপরীতে একক প্রচেষ্টা সাধারনত সহজ হয়ে থাকে, কেননা অনেক ইসলামী ভাইয়ের সামনে "বয়ান" করার ক্ষমতা অনেকের থাকে না আর ইনফিরাদী কৌশিশ সকলেই করতে পারে, যে বয়ান করতে পারুক বা না পারুক। ইনফিরাদি কৌশিশ সাওয়াব অর্জন কারার সহজ মাধ্যম। মাদানী মারকাযের প্রদত্ত প্রদ্ধতি অনুযাযী ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অধিকহারে নেকির দাওয়াত দিতে থাকুন এবং সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করতে থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নামের খাবার এবং পোষাক পাবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন মুসলিম পুরুষকে মন্দ বলার কারণে খাবার পেলো, **আল্লাহ পাক** তাকে সেই পরিমাণ জাহান্নামের খাবার খাওয়াবেন এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিম পুরুষকে মন্দ বলার কারণে পোষাক পেলো, **আল্লাহ পাক** তাকে সেই পরিমাণ জাহান্নামের পোষাক পরিধান করাবেন। এবং যে কোন ব্যক্তির কারণে শুনানো এবং দেখানোর স্থানে দাঁড়ায় তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন শুনানো এবং দেখানোর স্থানে দাঁড় করাবেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩৫৮, হাদীস ৩৮৮১)

দোযখের আগুনের কয়লা খাবে

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমূল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মিরাত"** ৬ষ্ট খন্ডের ৬১৯-৬২০ পৃষ্ঠায় বলেন: অর্থাৎ এমনভাবে দু'জন ঝগড়াকারী মুসলমানের মধ্যে একজনের নিকট গিয়ে তাকে খুশি করার জন্যে

অপরের গীবত করবে, তাকে মন্দ বলবে, তার ক্ষতি করার উপায় বলবে, যাতে এর মাধ্যমে সেই ব্যক্তি তাকে কিছু দিবে বা খাওয়াবে। এরূপ তোষামদকারী লোক আজকাল অনেক। আরো বলেন: এরা জাহান্নামের আগুনের কয়লা সেই গ্রাসের পরিবর্তে খাবে, যেভাবে এখানে খেয়েছে সেখানে আগুনের কয়লা খাবে। যে ব্যক্তি কাউকে খুশি করার জন্যে মুসলমান ভাইয়ের গীবত করে বা তাকে কষ্ট দেয় (এবং) এই গীবত ইত্যাদির বদলে পোষাক পায় তবে কিয়ামতের দিন তাকে সেই পোষাকের বদলে আগুনের পোষাক পরিধান করানো হবে। মুফতি সাহেব এই মহান বাণীর ("যে কারো কারণে দেখানো এবং শুনানোর স্থানে দাঁড়ায়"... প্রসঙ্গে বলেন যে, এর) অনেক অর্থ রয়েছে: প্রথমত যে ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ সম্মানীত ব্যক্তির বদনাম করে, তার মোকাবেলা করে, যাতে এই মোকাবেলা দ্বারা আমার প্রসিদ্ধি বেড়ে যায়, দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দুনিয়ায় মিথ্যা বদনাম করে যাতে এর মাধ্যমে আমার সম্মান ও রোজগার হয়। যেমন; আজকাল কিছু ভন্ড পীরের মুরিদ তার মিথ্যা কারামত বর্ণনা করে বেড়ায় যাতে আমারও তার মাধ্যমে সম্মান অর্জিত হয় যে, আমি সেই (মহান মুর্শিদ এর) মুরিদ (বা ভক্ত)। তৃতীয়ত যে ব্যক্তি দুনিয়ায় যশ খ্যাতির আশা করে, নেকী করে কিন্তু বিখ্যাত হওয়ার জন্যে বা যে ব্যক্তি কারো মাধ্যমে নিজেকে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত করে কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিদেরকে জন সম্মুখে অপমান করা হবে, ফিরিশতারা তাকে উচুঁ স্থানে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করবেন যে, (হে) লোকেরা! এ বড় মিথ্যুক ও ধোকাবাজ ছিলো।

(মিরাত)

জাহান্নামের খোরাক এবং শরবত

হে আশিকানে রাসূল! এ থেকে ঐ সমস্ত লোক শিক্ষা গ্রহন করুন, যারা নিজের আমীর, নিগরান, অফিসার, মালিক, নেতা, বা কোন ধনী ব্যক্তিকে খুশি করার জন্যে, তাদের সহানুভুতি পেতে, নিজেকে "বিশ্বস্ত" বুঝাতে, কিন্তু সত্যিকারার্থে নিজের বোকামির উপর মোহর লাগাতে এবং নিজেকে জাহান্নামের

অধিকারী বানাতে সেই মালিক ইত্যাদির সামনে তার বিরুদ্ধবাদীদের গোপন রহস্য উম্মোচন করে এবং বিভিন্ন ভাবে তার মন্দ দিক আলোচনা করে। আহ! না জাহান্নামের খোরাক খেতে পারবে আর না জাহান্নামের পোষাক পরিধান করতে পারবে। জাহান্নামের খাবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **বাহারে শরীয়ত** ১ম খন্ডের ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন: (জাহান্নামীদেরকে) কাঁটা বিশিষ্ট বিষাক্ত চারাগাছ খেতে দেয়া হবে, তা এমন হবে যে, যদি তার এক ফোটা দুনিয়ায় আসে তবে তার প্রদাহ এবং দূর্গন্ধে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জীবন যাত্রা নষ্ট করে দিবে এবং গলায় পৌঁছে ফাঁদ সৃষ্টি করবে, তা নামানোর জন্যে (দোযখী লোকেরা) পানি চাইবে, তাদেরকে সেই উত্তপ্ত পানি দেওয়া হবে যা মুখের নিকটবর্তী হতেই মুখের সমস্ত চামড়া গলে তাতে পড়ে যাবে, এবং পেটে যেতেই নাড়িভূড়ি টুকরো টুকরো করে দিবে এবং সেগুলো ঝোলের মতো প্রবাহিত হয়ে পায়ের দিকে বের হবে, পিপাসা এমন কঠিন হবে যে, সেই পানির উপর এমনভাবে লুঠিয়ে পড়বে যেমন সীমাহীন পিপাসায়ে পতিত উট। (বাহারে শরীয়ত)

নারে জাহান্নাম সে তু বাচানা খুলদে বরিঁ মে মুঝ কো বাসানা
ইয়া রব আয পায়ে শাহে মদীনা ইয়া আল্লাহ মেরি ঝোলি ভর দে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযথা আপত্তিকারী

হযরত সায়্যিদূনা ইয়াহহিয়া বিন মূয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সেই সব লোকের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ হয়, যারা সালেহীন অর্থাৎ নেককার লোকদের জন্যে

মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয জিনিস) কেও দোষ মনে করে, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে জঘন্য গুনাহকেও দোষ মনে করেনা। তবে দেখবেন যে, সেই লোকের মধ্যে কেউ স্বয়ং তো গীবত, চুগলী, হিংসা, ক্ষোভ, ধোকা, অহংকার এবং আত্মতৃপ্তির অশুভ ব্যাপারে গ্রেফতার এবং তারাতো তাওবাও করে না, আর নেককার লোকদের মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয) পোষাক, মজাদার খাবার এবং মুবাহ (জায়িয) মিষ্টান্নের ব্যবহারের ব্যাপারেও অপত্তি করে। (তানবীহুল মুগতারিন, ৬৬ পৃষ্ঠা)

নিজে হারাম খাচ্ছে কিন্তু...

হে আশিকানে রাসূল! সত্যিই কিছু লোকের এরূপ অভ্যাস থাকে যে, নিজে সুদে ঋণ নিয়ে, মিথ্যা বলে, ভেজাল মিশিয়ে এবং টেক্স চুরি করে অপবিত্র বা হারাম জীবিকা উপার্জন করুন কিন্তু কোন আলিম, খতিব বা ইমাম সাহেবকে কেউ কিছু উপহার দিলো, সেসব লোকের বাড়ীতে খাবারের দাওয়াতে আসতে যেতে দেখলো, কেউ শিশুর জন্মের খুশিতে তাদেরকে মিষ্টির প্যাকেট দিলো তখন এসব লোকেরা নিজেদের নিকৃষ্ট আয়ের কথা ভুলে সেই আলিম সাহেবের গীবত করতে থাকে এবং مَعَاذَاللهِ এরূপ গুনাহপূর্ণ কথা বলতে শুনা যায়: (১) খাও মৌলবী না (২) পেটুক (৩) হালুয়া খোর (৪) উপহারের জন্যে মরে যাচ্ছে (৫) ফ্রী দাওয়াত খেতে খেতে পেট বেরিয়ে এসেছে (৬) খেয়ে খেয়ে গর্দান মোটা করে ফেলছে (৭) লোভী মাওলানা ইত্যাদি।

অপরের চোখের ক্ষুদ্র কণা তো দেখা যায় কিন্তু...

মনে রাখবেন! ইমাম বা আলিম সাহেবে কোন মুসলমান থেকে উপহার নেয়া, দাওয়াত বা মিষ্টান্ন গ্রহন করা জায়িয কাজ, গুনাহ ও হারাম নয় বরং ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে হলেতো সাওয়াব। আপত্তিকারীর নিজের উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, হারাম হলে তবে তা থেকেও তাছাড়া গীবত, অপবাদ ও কু-ধারনা থেকে তাওবা এবং এর কাফফারা পূরণ করা উচিৎ। ভাবুন তো! যখন

আপনি কারো দিকে একটি আঙ্গুল তুলবেন তখন হাতের তিনটি আঙ্গুল স্বয়ং আপনার দিকে হয়ে যায়, যেনো এটা নিরব সতর্কতা যে, তাকে পরে বলো প্রথমে নিজেকে সংশোধন করো! হযরত সায়্যিদূনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: অপরের চোখের ক্ষুদ্র কণা তোমরা দেখতে পাও (অর্থাৎ সামান্য কথায় তাদের দোষত্রুটি বলে বেড়াও) কিন্তু নিজের চোখের বড় বড় গাছের টুকরো (অর্থাৎ নিজের অনেক বড় ত্রুটিও) দৃষ্টিগোচর হয়না! (যাম্মুল গীবত লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৯০ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫৭)

কব গুনাহো সে কানারা মে করোঙ্গা ইয়া রব!
কব গুনাহো কে মরয সে মে শিফা পাওঙ্গা

নেক কব এ্যয় মেরে আল্লাহ! বনোঙ্গা ইয়া রব!
কব মে বিমার, মদীনে কা বনোঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এরূপ কাজ করোনা যাতে মানুষ গীবত করে

হে আশিকানে রাসূল! সর্বসাধারণ প্রত্যেকের উচিৎ যে, সতর্কতার সহিত জীবন অতিবাহিত করা, এরূপ মুবাহ আমল ও কাজ থেকেও নিজেকে বিরত রাখুন, যাতে গীবতের দরজা উম্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়ে **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ২১তম খন্ডে ৬১২-৬১৬ পৃষ্ঠার একটি ফারসি প্রশ্নোত্তর (যার অনুবাদও সেখানে উল্লেখ রয়েছে) অধিকাংশ উল্লেখ করা হচ্ছে, এটা পড়ে অনুধাবন করা যাবে যে, এরূপ কাজ করা কিরূপ মন্দ, যা মুসলমানদের মাঝে গীবত, অপবাদ, ও কু-ধারনা এবং পরস্পরের মাঝে ঘৃণার কারণ হয়, মেনটি আমার আক্বা, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে প্রশ্ন করা হলো:

প্রশ্ন: ওলামায়ে শরীয়ত ও মুফতিয়ানে তরীকত এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যায়েদ একটি স্থানে ইমামতি ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে কিন্তু যে লোকো শুকর এবং মৃতের মাংস রান্না করে খ্রীষ্টানদের খাওয়ায় যায়েদ তাদের ঘরে খাবার খায় এবং বলে যে, শুকর এবং মৃতের মাংস খ্রীষ্টানদের জন্যে রান্না করাতে কোন ক্ষতি নেই, রান্নার পরে হাত ধূয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যায়। শহরের প্রায় লোক যায়েদের এমন কাজ দেখে সেই লোকদের ঘরে খাবার খেতে লাগলো আর কিছু লোক সেই কাজের প্রতি ঘৃণা এবং কঠোর আপত্তি করলো এবং ফিতনার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে। সুতরাং কিতাব এবং সুন্নাতের আলোকে বর্ণনা করুন যে উল্লেখিত ব্যক্তি (অর্থাৎ যায়েদ) এর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি এবং তার সহযোগী এবং সাহায্যকারী এবং তাকে সহায়তা করার ব্যাপারে শরীয়তের অভিমত কি? بَيِّنُوْا تُؤْجَرُوْا (অর্থাৎ বর্ণনা করুন এবং প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করুন)

উত্তর: এমন নির্ভিক, ভয়হীন এবং তাকওয়া হতে দূরে ব্যক্তি, যে কাফির ও অমুসলিমের জন্যে (শুকর ও মৃতের ন্যায়) জঘন্য এবং নাপাক ও হারাম জিনিস রান্না করে খাওয়ানোর পেশা অবলম্বন করে। এরূপ লোকদের থেকে দ্বীনদার এবং তাকওয়াবান লোকদের কখনো খাওয়া উচিৎ নয়, কেননা যেখানে হারাম জিনিসের ব্যবহার অধিকহারে হয় সেখানে পাত্র নাপাক বস্তু দ্বারা অপবিত্র থাকার সম্ভাবনা থাকে এবং দ্বীনদার ও তাকওয়াবান লোকদের এরূপ লোকের নিকট যাওয়া এবং তাদের থেকে এরূপ সন্দেহযুক্ত পাত্রে খাওয়া সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে দোষনীয় ও অপবাদের উপলক্ষ্য হতে পারে। হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে যেনো অপবাদের স্থান থেকে বিরত থাকে।" সুতরাং এমতাবস্থায় অপবাদ, বিদ্রুপ এবং দুর্নাম

থেকে বেঁচে থাকা জরুরী আর অন্য অবস্থায় এই কাজ দ্বীনি ভাইকে কবীরা গুনাহ গীবত, অপবাদ, বিদ্বেষ এবং মন্দ উপাধি ব্যবহারে লিপ্ত করে দিবে। হাদীসে মুবারকায় রয়েছে: (লোকেরা!) যে সমস্ত কাজকে কান অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকো। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৬০৫, হাদীস ১৬৭০১) এবং অপর হাদীসে রয়েছে: এবং এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকো, যা করার কারণে ক্ষমা চাইতে হয়। (আল আহাদীসুল মুখতারা, ৬/১৮৮, হাদীস ২১৯৯) এবং শরীয়তের অপারগতা ছাড়া মুসলমানদেরকে ঘৃণায় পতিত করা নিষেধ। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দাও এবং ঘৃণায় পতিত করো না। (বুখারী, ১/৪২, হাদীস ৬৯) শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো সংযুক্ত করা, একতা সৃষ্টি করা, ভঙ্গ করা নয়। সুষ্ঠ জ্ঞানের দাবীও এটাই যে, লোকদেরকে অস্তিরতায় পতিত করে অসন্তুষ্ট না করা এবং ঘৃণা ও অপবাদের স্থানে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকা। হাদীসে **পাকে** ইরশাদ হয়েছে: **আল্লাহ পাকের** উপর ঈমান আনার পর বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা রাখা। (জামউল জাওয়ামি লিস সূয়ুতী, ৪/৩৩৯, হাদীস ১২৩৩২) ফকির (অর্থাৎ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এই অধ্যায়ের হাদীস সমূহকে আমার পুস্তিকা **জামালুল ইজমাল** এবং এর ব্যাখ্যা **কামালুল ইকমালে** বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। সারাংশ হলো যে, জ্ঞান ও মনুষত্বের ভিত্তিতে এরূপ কাজ বা পদক্ষেপ নিজের ভেতর বিভিন্ন প্রকারের মন্দ লুকিয়ে রাখে যে, যা অস্বীকার করা যাবে না এবং এরূপ কাজের পরিনতি খারাপ হয়ে থাকে। (এবং) যখন এই কাজ বা পদক্ষেপ ফিতনা ফাসাদ এবং মুসলমানদের মাঝে প্রভেদ এবং বিচ্ছেদ করা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যায়, তখন তা বড় অপরাধ হয়ে যায়, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং তাদের ফিতনা হত্যা থেকেও জগন্য।) (২য় পারা, বাকারা, ১৯১) এবং হাদীস শরীফে রয়েছে: ফিতনা

ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগ্রতকারীর উপর **আল্লাহ পাকের** অভিশম্পাত। (আল জামিউস সগীর লিস সূয়ূতী, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৯৭৫) যদি আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তবে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই ধরনের কাজ সমূহ এরূপ লোকের দ্বারাই সম্পাদন হয়, যারা দ্বীন এবং দ্বীনের চাহিদাকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়না, ভীতিহীন হয়ে একেবারে স্বাধীন উদাসীনতা মূলক জীবন অতিবাহিত করা জীবনের লক্ষ্য মনে করে। একটু অগ্রসর হয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খ্রীষ্টানদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া এবং এরূপ অন্য কাজ করা দুঃশ্চরিত্র এবং ফিতনাবাজ লোকের কাজ হয়ে থাকে। একটু অগ্রসর হয়ে আরো বলেন: এবং যে এটা বললো যে, শুকর এবং মৃতের মাংস রান্না করা এবং অমুসলিমদের খাওয়ানোর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই বা কোন সমস্যা নেই, সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ যায়েদ) ভুল কথা বললো, না জেনে ও অনুসন্ধান না করে এরকম সিদ্ধান্ত দেয়া কখনোই উচিৎ নয়, শরয়ী অপারগতা ব্যতীত অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া কঠোরভাবে নিষেধ এবং না-জায়িয, বিশেষ করে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা অনেক জরুরী, যা অর্জন করা এই সকল কাজের সংশোধন করার ইচ্ছা করাই, যা **আল্লাহ পাকই** বিগড়ে দিয়েছেন এবং কাফিরদের খাবার খাওয়ানোর জন্য মুসলমানদের নিজের হাতে নাজায়িয ও হারাম বস্তু রান্না করা নিঃসন্দেহে নাজায়িয ও হারা এবং এটা নিয়ম ও মূলনীতি যে, যেই বস্তু নেয়া হারাম তা দেয়াও হারাম। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না।) (৬ষ্ট পারা, মায়েদা, ২) এবং **আল্লাহ পাক** সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বজ্ঞানী।

চুপ কে লোগো সে কিয়ে জিস কে গুনাহ ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে
আরে আও মুজরিমো বে পরদা দেখ সর পে তলোয়ার হে কিয়া হোনা হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

মাদানী চ্যানেলে মাদানী মুযাকারা শুনার মাদানী বাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকান রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অসংখ্য বিভাগ রয়েছে, যার মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বসন্ত লুটিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদানী চ্যানেল",** যার মাধ্যমে দুনিয়ার অনেক দেশে টিভির মাধ্যমে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ইসলামের বার্তাকে প্রসার করছে। মাদানী চ্যানেল পৃথিবীর একমাত্র চ্যানেল যা ১০০% ইসলামী রঙে রঙিন, এতে না সিনেমা নাটক রয়েছে, না গান বাজনা রয়েছে আর না আছে মহিলাদের প্রদর্শনি, নাই কোন প্রকারের মিউজিক। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অসংখ্য কাফের ইসলামের ছায়াতলে এসে গেছে, অসংখ্য বেনামাযী নিয়মিত নামাযী হয়ে গেছে এবং অসংখ্য ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতের উপর আমল করতে লাগলো। মাদানী চ্যানেলের বরকতের অনুমান করার জন্য এর একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন; এক ইসলামী ভাই আমাকে ই-মেইলের মাধ্যমে একটি **"মাদানী বাহার"** পাঠায় এর সারমর্ম হলো: আজকাল এই অবস্থা যে, কথাবার্তা বলার সময় প্রায় এই বিষয়ে অনুমান করা যায় না যে, কখন গীবত শুরু হয়ে গেছে! একবার হায়দারাবাদ থেকে বাবুল মদীনা আসার সময় এক ইসলামী ভাই কয়েকজন ইসলামী ভাইয়ের উপস্থিতিতে বললো: আমার এক বন্ধু আমাকে বললো যে, আমার বোন যে খুবই রাগি স্বভাবের, যদি কখনো কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে স্বয়ং নিজ থেকে এসে সাক্ষাত করাতে অগ্রগামী কখনোই হবে না, আমার ভাবী ও বোনের মাঝে কয়েকটি ব্যাপারে দ্বন্ধ হলো এবং বোন কথাবার্তা বন্ধ করে দিলো, ঘটনাক্রমে সেই রাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সর্বজন প্রিয় শতভাগ ইসলামী মাদানী চ্যানেলে **"মাদানী মুযাকারা"** সম্প্রচারিত হলো, যাতে গীবতের ধ্বংসলীলা থেবে বাঁচার জন্য মানসিকতা প্রদান করা হলো। আমার বোন যখন সেই মাদানী মুযাকারা শুনলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমা রসেই বোন, যে নিজ থেকে সাক্ষাত করতে যেতো না, স্বয়ং গিয়ে সে আমার

ভাবীর সাথে শুধু সাক্ষাত করলো না বরং ক্ষমাও চাইলো এবং উভয়ের মাঝে সমজোতা হয়ে গেলো।

বাহারে চারটি গীবত

হে আশিকানে রাসূল! এখনই আপনারা যেই মাদানী বাহার অবলোকন করেছেন এর শুরুতে লিখা ছিলো যে, কথাবার্তা বলার সময় প্রায় এই বিষয়ে অনুমান করা যায় না যে, কখন গীবত শুরু হয়ে গেছে! আসলেই এরূপ, স্বয়ং এই মাদানী বাহারেও চারটি গীবত করা হয়েছে। তবে এই গীবতগুলোকে “গুনাহে ভরা গীবত বলবো না” কেননা গুনাহ হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত করা, এখানে মাদানী বাহারে দোষ সম্পর্কে শুধু “বোন” উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোন বোনটি তা নির্দিষ্ট নয়, হতে পারে বক্তার অনেক বোন আছে। তবে হ্যাঁ, যে বর্ণনাকৃত সেই নির্দিষ্ট বোন সম্পর্কে জানে যে, বক্তার একজনই বোন রয়েছে এবং মাদানী বাহারও শরয়ী অনুমতি ব্যতিত বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এখন সেই চারটি গীবত গুনাহে ভা হয়ে গেলো, তবে কথাবার্তার সতর্কতার মানসিকতা দিতে এই মাদানী বাহারে বিদ্যমান চারটি গীবতের আলোচনা করছি: (১) আমার বোন খুবই রাগী। (২ ও ৩) যদি কারো সাথে অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে নিজের থেকে গিয়ে সমজোতা করে না। এই দু’টি গীবত দুইবার করে করা হয়েছে। (৪) বোর এবং ভাবীর মাঝে দ্বন্ধ এবং অসন্তুষ্টতার উল্লেখ করা ঘরের গোপন বিষয় প্রকাশ করা হলো, যা একটি ঘৃন্য কাজ এবং এসকল কিছু গীবতের মাধ্যম। এই মাদানী বাহার বর্ণনাকারী ইসলামী ভাই তার বোনের রাগী হওয়া ইত্যাদির উল্লেখ যদি এই নিয়্যতে হয় যে, এর দ্বারা সুন্নাতে ভরা মাদানী চ্যনেলের প্রচার হবে এবং মানুষ এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানবে তবে এটা অনেক ভাল নিয়্যত। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতে আকারে ইঙ্গিতে কথা বলাই উচিৎ অর্থাৎ নাম না নিয়ে এবং নিদর্শন প্রকাশ না করে এভাবে ইঙ্গিতে কথা বলা যে, যার সাথে কথা বলা হচ্ছে সে

বুঝবেই না যে, কার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে, যেমন; এভাবে বলুন: এক ইসলামীয়ের সাথে এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে, তার বোন রাগী ছিলো..... কিন্তু এ অবস্থায় শান্ত থাকা আবশ্যক, অন্যথায় বিশেষভাবে মুচকি হাসাতে হতে পারে শ্রবণকারী বুঝে যায় যে, তারা তো স্বয়ং বক্তার নিজের ঘরেরই কাহিনী।

ইলাহী! আপনি রহমত সে তু হিকমত কা খাজানা দেয়
হামেরঁ আকলে সালিম মওলা! পায়ে শাহে মদীনা দেয়
খোদায়া গুফতুগু করনে কা তু মাদানী করীনা দেয়
বাঁচা গীবত সে, বক বক সে হামে কুফলে মদীনা দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে কোন সাহাবী কারো পক্ষ থেকে কোন কথা বলবে না, আমি চাই যে, তোমাদের নিকট পরিস্কার বক্ষ নিয়ে আসি। (সুনানে আবু দাউদ, ৪/২৪৮, হাদীস ৪৮৬০)

মুহাক্কীক আলাল ইতলাক, খাতেমুল মুহাদ্দেসীন, হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাদীসে পাকের এই অংশ **"আমাকে কোন সাহাবী কারো পক্ষ থেকে কোন কথা বলবে না"** এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "অর্থাৎ কারো অলসতা, মন্দ কাজ, মন্দ অভ্যাস, সে এরূপ বললো বা অমুক এরূপ বললো, অমুকে একথা বলছিলো।" (আশিয়াতুল লুমআত, ৪/৮৩) হাদীসে পাকের এই অংশ **"আমি চাই যে, তোমাদের নিকট পরিস্কার বক্ষ নিয়ে আসি"** এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ মুফসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ কারো প্রতি শত্রুতা, কারো প্রতি ঘৃণা যেনো অন্তরে না

হয়। এটাও আমাদের জন্য নিয়ম বর্ণনা যে, নিজের অন্তর (মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা থেকে) পরিস্কার রাখো, যাতে এতে মদীনার আলো দেখতে পাও, অন্যথায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ দয়া, কারামতের নূরের ভান্ডার, সেখানে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পৌঁছতেই পারে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৭২)

তোমার তো গোলামদের প্রতি কিছুটা এমনই ভালবাসা

سُبْحٰنَ اللهُ! উল্লেখিত হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত বাণী **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন গোলামদের প্রতি ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ করে দেয়! আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভাইজান শাহানশাহে সুখান, ওস্তাদে যামান হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি সুন্দর শের বলেছেন:

তুম কো গোলামো সে হে কুছ এ্যয়সি মুহাব্বত
হে তরকে আদব ওয়ারনা কাহিঁ হাম পে ফিদা হো (যওকে নাত)

পীরের দৃষ্টিতে মুরীদকে হীন করার চেষ্টাকারীদের প্রতি সতর্কবাণী

আলোচ্য হাদীসে পাক থেকে ঐসকল লোকেরা শিক্ষা গ্রহন করুন, যারা শাগরেদদের ওস্তাদ থেকে, ছেলেকে পিতা থেকে, কর্মচারীকে মালিক থেকে, অধিনস্তদের নিগরান থেকে এবং মুরীদকে পীর সাহেব থেকে শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত দূর্বলতা ও মন্দ বিষয় বলে গীবতের কবীরা গুনাহ করার পাশাপাশি তাকে তাঁদের দৃষ্টিতে হীন করে দেয়, সম্ভবত তাদের এই বিষয়ে হুঁশও নেই যে, সে এরূপ করে কত বড় অপকর্মের উপলক্ষ হচ্ছে, প্রকাশ থাকে যে, শাগরেদরা তাদের ওস্তাদের, অধিনস্তরা তাদের নিগরানের এবং মুরীদরা তাদের পীর ও মুর্শিদের দৃষ্টি যদি হীন হয়ে যায় তবে বেচারাদের পরিনতি কি হবে, তা প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরাই বুঝতে পারে। আহ! যদি এই গীবতকারী গীবত করার পূর্বে স্বয়ং নিজেকে নিয়ে ভাবতো যে, যদি আমাকে কেউ আমার পীর সাহেব বা দ্বীনি

ওস্তাদের দৃষ্টিতে হীন করে দেয় তবে আমার কি অবস্থা হবে! আহ! যেনো পীর ও মুর্শিদের দৃষ্টিতে আমরা কখনোই হীন না হই! শতকোটি আফসোস! আমরা যেনো সর্বদা আমাদের মুর্শিদ প্রিয় দৃষ্টিতে থাকি।

সদা পীর ও মুর্শিদ রাহে মুঝ সে রাজি
কভী ভি না হো ইয়ে খফা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের প্রতি সর্বদা যেনো খুশি থাকে, কখনো যেনো আমাদেরকে তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে দূর না করেন।

না উঠ সাকেগা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম!
কেহ জিস কো তু নে নযর সে গিরা কে ছোড় দিয়া

হে রাব্বে মুস্তফা! আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং সর্বদা আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি রাখো। আহ! যদি তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাও তবে আমাদের প্রিয় **আল্লাহ**! আমরা কার দরজায় যাবো!

গর তু নারায হুয়া মেরী হালাকত হোগী
আফু কর অউর সদা কে লিয়ে রাজী হো জা

হায়! নারে জাহান্নাম মে জলোঙ্গা ইয়া রব
গর করম কর দেয় তো জান্নাত মে রাহোঙ্গা ইয়া রব!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

"বড়দের"ও উচিৎ "ছোটদের" থেকে গীবত না শুনা

"বড়" অর্থাৎ ওস্তাদ, নিগরান ইত্যাদির খেদমতে মাদানী অনুরোধ যে, যখন কোন ব্যক্তি আপনার নিকট এসে কোন অধিনস্তদের সম্পর্কে শরীয়তের বিনা অনুমতিতে গীবত করা শুরু করে তবে ক্ষমতা থাকা অবস্থায় সাথেসাথেই তাকে বাঁধা দিন, অন্যথায় গীবত শুনার গুনাহে পরতে পারেন। যদি গীবত শুনে আপনার রাগ আসে এবং মুখে "কিছু" বলে ফেলেন তখন হতে পারে যে, সেই গীবতকারী যার গীবত করছে তাকে আপনার "কথা"টি পৌঁছিয়ে দিবে অতঃপর আরো গুনাহে ভরা সমস্যা সৃষ্টি হবে। ধরুন গীবতকারী আপনার নিকট কারো মন্দ বিষয়

পৌঁছতে সফল হয়ে গেলো এবং আপনিও গীবত থেকে বাঁচার পদ্ধতির উপর আমল করেননি, তবে নিজের আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাথে সাথেই তাওবা এবং এর চাহিদা পূরণ করে নিন এবং গীবতকারীর প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকেও তাওবা করিয়ে দিন। তাছাড়া যার গীবত করা হয়েছে তার সম্পর্কে কখনোই কুধারনা করবেন না, তার প্রতি নিজের মমতাও কমাবেন না যে, আপনাকে যা কিছু কারো সম্পর্কে বলা হয়েছে তার প্রমাণও নেই, مَعَاذَالله গীবতকারীর মাধ্যমে পাওয়া বিষয় অপরকে বলার প্রেরণা সৃষ্টি হতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীটি মনের মাঝে পুনরাবৃত্তি করুন: كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ অর্থাৎ কোন মানুষ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে শুনা কথা (কোন যাচাই বাচাই ছাড়াই) বর্ণনা করে দেয়। (ভুমিকা সহীহ মুসলিম, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫) অতঃপর এই হাদীসে পাকে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী আমল করার নিয়্যতে সেই বিষয়টিকে কারো নিকট বর্ণনা করবেন না, অন্যথায় নিজেও গীবত ও অপবাদ ইত্যাদি গুনাহরে আপদে ফেঁসে যাবে। তবে হ্যাঁ, যার গীবত করা হয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে যাওয়াতে ভাল ভাল নিয়ত করে সেই অধিনস্তদের অবশ্যই সংশোধন করুন। আপনি যদিও কোন মন্দ বিষয় পেয়েও যান কিন্তু **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বদা ভীত থাকুন, শুধুমাত্র মুখের উপর নয় অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিনয় বিনয় ও বিনয় করতে থাকুন, নিজেকে ছোট করে আরয করুন:

খাক মুঝ মে কামাল রাখা হে মুস্তফা সে সানভাল রাখা হে
মেরে আইবুঁ পে ঢাল কর পরদা মুঝ কো আচ্ছোঁ মে ঢাল রাখা হে
তেরা এ'জায কব কা মর জাতা
তেরে টুকরো নে পাল রাখা হে

চুগল খোর কখনো সত্যবাদী হতে পারে না

যখনই আপনার নিকট কেউ এসে কারো গীবত করে, তার উপর কখনোই বিশ্বাস করবেন না, কেননা গীবত করার কারণে সে ফাসিক (গুনাহগার) হয়ে যায়

এবং ফাসিকে সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য নয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ শিহাব যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার বাদশা সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের নিকট বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসলো, বাদশাহ খুবই অপছন্দ করা অবস্থায় বললেন: "আমি জানতে পারি, তুমি আমার বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলেছো!" সে উত্তর দিলো: আমি তো এরূপ কিছু বলিনি। বাদশাহ বললেন: যে আমাকে বলেছে, সে (মিথ্যা কিভাবে বলতে পারে, সে তো) সত্যবাদী লোক। তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাদশাকে সম্বোধন করে বললেন: (আপনাকে যে এরূপ সংবাদ দিয়েছে, সে তো চুগলখোড়ি করেছে এবং) "চুগলখোর কখনোই সত্যবাদী হতে পারে না!: একথা শুনে বাদশাহ সংযত হয়ে গেলেন এবং বললেন: হুযুর! আপনি একেবারে সত্য বলেছেন। অতঃপর সেই ব্যক্তিকে বললেন: اِذْهَبْ بِسَلَامٍ অর্থাৎ তুমি নিরাপত্তার সহিত ফিরে যাও। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৯)**

কন্যা সন্তানের সাতটি হক

আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ✻ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহন করাতে বিষন্ন না হওয়া বরং আল্লাহর নেয়ামত মনে করা ✻ কন্যাদের অধিকহারে মনতুষ্টি ও যত্ন করা, কেননা তাদের অন্তর খুবই ছোট হয়ে থাকে ✻ দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের ও ছেলে সন্তানের মাঝে সমান রাখা ✻ যে জিনিসই দিবে প্রথমে তাদের (অর্থাৎ কন্যা সন্তানকে) দিয়ে (অতঃপর) ছেলেদেরকে দেয়া ✻ নয় বছর বয়স থেকে নিজেদের সাথে ঘুমাতে না দেয়া, তার আপন ভাইয়ের সাথেও ঘুমাতে না দেয়া, বিয়ে শাদীতে যেখানে নাচ গান হয় সেখানে কখনোই যেতে না দেয়া ✻ কোন ফাসিক ও গুনাহগার বিশেষ করে বদ মাযহাবীর সাথে বিয়ে না দেয়া। **(মাশআলাতুল আরশাদ হতে সংক্ষেপিত, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَاللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَاللّٰه

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net